জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ— ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 9th Nov. 1949 | ২৫শ সংখ্যা

সাবানের সেরা

রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—
রায়সন কেমিক্যাল কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে
স্থানীয় এজেন্সীর
ও
অন্যান্য সর্ত্তাবলীর জন্য
খোঁজ লউন।
বিনীত—
বহরমপুর আইস্ কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

৪২এর অধ্যায়—

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান" এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপর দিকে তেমনি তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চলতি বীমা	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয়	২,৯৫,৮০,৪৫৪৲
বীমা তহবীল	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৫৬ সাল

রামরাজ্য

—:০:—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট যে দিন শৃঙ্খলিতা ভারত-মাতা বন্ধনমুক্তা হইলেন বলিয়া দেশে আনন্দের কোলাহল উঠিল, তাহার অল্প দিন পরেই মহাত্মাজীর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—ভারতে আবার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মাজীর বাক্য প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেই ঋষিবাক্য মনে করিয়া রামায়ণে কথিত প্রজার সুখ তাহারাও একদিন পাইবে বলিয়া কত আশাতেই বুক বাঁধিয়া উপস্থিত সকল দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহিয়া যাইতেছিল।

মহাত্মাজীর তিরোভাবের পরও সারা দেশে সকল অনুষ্ঠানেই "রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম" গানটী গীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতির পদে যিনি আসীন হইলেন, তাঁহার নামও ডাক্তার সীতারামিয়া। দেখিয়া মনে হইতে-ছিল রামরাজ্য স্থাপনের এসব পূর্ব্ব লক্ষণ। রাষ্ট্র ভাষাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভাষায় মহাত্মা তুলসীদাস রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন সেই হিন্দী ভাষা। শুধু হিন্দী ভাষা নহে, তাহা আবার দেবাক্ষরে লিখিত হইবে।

এক কৃত্তিবাস কৃত বাংলা পদ্য রামায়ণ পাঠ ও রাম লীলা সম্বন্ধে বাঙলা যাত্রা গান শোনা ছাড়া আমাদের রাম রাজ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও কিছু জানা নাই।

রাম রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই মা-সীতা নির্ব্বাসিতা। রাষ্ট্রপতি সীতারামিয়ার নামে রামসীতার যুগল নামানুকরণ দেখিয়া রামরাজ্য প্রত্যাশী সকলেই খুব আশান্বিত হইয়াছিল—সুখের দিন আগতপ্রায়। আমরা 'রাম রাজা' পালায় যাত্রা-গায়কদের মত গান গাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—

"চলো সব ভার নিয়ে যাই,
অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার
রাম বিনে ভার কে আর ল'বে।
দিয়ে ভার নিয়ে শরণ,
বল্‌বো তাঁর ধ'রে চরণ,
এবার ভার দিয়েছ যেমন
এমন ভার দিও না ভবে।

আজ কয়েক দিন হইল খবরের কাগজে দেখা গেল—দিল্লীর গণ পরিষদের সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—রামরাজ্য এখনও বহু দূরে।

আমরা রামায়ণের এক গল্পে পড়িয়াছি—ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া যখন কল্পতরুর মত যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন—তখন তাঁহার পাত্র মিত্র সকলকে লইয়া এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সভায় প্রশ্ন উঠিল—দান করিবার ভার কাহাকে দেওয়া যায়? কেহ বলে—লক্ষ্মণকে দেওয়া হউক, কেহ বলে ভরতকে, কেহ বলে শত্রুঘ্নকে ভার দেওয়া উচিত। রামচন্দ্র কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, তিনি বলিলেন—হনুমানকে এ ভার দিলে দানে কোনও রূপ কুণ্ঠা প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কোনও প্রার্থী বহু মূল্যের কোনও দ্রব্য যাচ্ঞা করে—ভরতাদি সকলেই রাজকুমার—এরা দ্রব্যের মূল্য জানে, একজন সামান্য লোককে এই বহু মূল্যের দ্রব্য দিতে হইল বলিয়া একটু মনে মনেও কুণ্ঠিত হইতে পারে। হনুমানের কাছে একটী পাকা কলার মূল্য যত, এক খণ্ড হীরকের মূল্য তাহার নিকটে ধূলিকণা অপেক্ষা একটুকুও বেশী নয়। রামচন্দ্রের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সকলে হনুমানকেই দান কার্য্যে নিয়োগের মত দিলেন।

বাস্তবিকই কদলী-প্রিয় হনুমান স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মাণিক্য যে যাহা চায় তাহাকেই তাহা অম্লানবদনে অকুণ্ঠচিত্তে দান করে। বানর জাতি, ভদ্রতা তো শিক্ষা করে নাই। যখন প্রার্থী অধিক সংখ্যক আমদানী হয়, তখন খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া দাঁত খিঁচাইতে আরম্ভ করে।

রাজা রামচন্দ্র হনুমানের দান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন, সে যে যা চায়, তাই দিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু মধুর বাক্য না বলিয়া দাঁত খিঁচিয়ে উঠে। ইহা দেখিয়া ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে বলিলেন—"বৎস মারুতি! তুমি খুব ক্লান্ত হইয়াছ। দান কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে গিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার কার্য্য সুরু কর।" হনুমান প্রভুর বাক্যে পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন—একটি সুকান্তি অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট পুরুষ সেখানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখখানি শূকরের মত কুৎসিত। হনুমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার সমস্ত দেহ অতি সুন্দর মুখখানি কেন শূকরের মত? পুরুষ উত্তর করিলেন দেবভাষায়—

"নানা দ্রব্যং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তস্মান্ মে শৌকরং মুখং॥

অর্থ—আমি বিবিধ রত্ন ও নানা দ্রব্য দান করিয়াছিলাম। কিন্তু কখনও কাহাকেও মধুর বাক্য বলি নাই, সেই পাপে আমার শূকরের মত মুখ হইয়াছে। হনুমান এইবার বুঝিলেন যে প্রভু রামচন্দ্র তাহার দাঁত খিঁচুনির বহর দেখিয়া এই পর্ব্বতে শিক্ষা-লাভের নিমিত্ত তাহাকে বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়াছেন। পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া হনুমান নীরবে দান কার্য্য সমাধা করিয়াছিল, কাহাকেও দাঁত খিঁচুনি দেয় নাই।

আমাদের রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রনায়কগণ যাহাদের উপর প্রজাগণের মধ্যে দ্রব্য বণ্টনের ভার দিয়াছেন। তাহারা একটী ক্ষুদের মায়া করার মত উচ্চ নজরের। যদি হনুমানের মত দাতা পশুও বণ্টনে পাইতেন, তবে এরূপ অব্যবস্থা হইত না। প্রজাগণ দান চাহে না, দাম দিয়া দ্রব্য কিনিতে গিয়া হনুমানের কাছে অযোধ্যার প্রার্থিগণ যেমন দন্ত বিকাশ দেখিয়াছিল তাহাতেও বঞ্চিত হয় না। খাদ্যের দাম দিয়া অখাদ্য কিনে। পিতামাতা হইয়া এই সব নরপশুগণের প্রদত্ত বিষ মূল্য দিয়া কিনিয়া স্নেহের বাছাদের মুখে দিয়া তাহাদের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাগণের গুণানুকীর্ত্তন করে।

প্রতিবাদ

মাননীয় শ্রীযুক্ত "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু:—

মহাশয়!

গত ৯ই কার্ত্তিক তারিখের প্রকাশিত "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রে যে 'চিনি-বিভ্রাট' শীর্ষক সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে; তজ্জন্য যথার্থ ব্যাপার সাধারণ সমক্ষে প্রচার হওয়া উচিত মনে করিয়া এই প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলাম। আশা করি, আপনার পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিবেন, ইহার সহিত আপনার অবগতির জন্য গত ১১।৭।৫৬ তারিখের 'বাড়ালা পল্লীমঙ্গল

সমিতি'র কার্য্যকরী সভায় এতৎ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার নকল প্রেরিত হইল। ইতি—৬।১১।৪৯

শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য্য, বাড়ালা পল্লী মঙ্গল সমিতির সম্পাদক।

সাধারণ সভা ১১।৭।৫৬, স্থান :—সেন বাবুদের কাছারী, সন্ধ্যা ৬½ টা

৪। গত ৯ই কার্ত্তিক জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় যে 'চিনি-বিভ্রাট' শীর্ষক সংবাদ বাহির হইয়াছে, এই সমিতি তাহা সত্য বলিয়া মনে করেন না। ইহার প্রতিবাদ প্রয়োজন, তজ্জন্য 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় আমাদের সমিতির সম্পাদক অনতিবিলম্বে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়া যথার্থ বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠাইবেন এবং সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিবেন। তিনি যেন ইহা প্রকাশ করেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
সভাপতি।

বাড়ালার জনৈক দোকানদার (শ্রীমানিনী বাসী) চিনি থাকা সত্তেও যে চিনি বিক্রয় করিতেছিল না, একথা সত্য; কিন্তু সে চোরা-কারবার চালাইবার জন্য চিনি বিক্রয় করিতেছিল না তাহা প্রকৃত নহে। তাহার সন্দেশের দোকান থাকায় এবং চিনি খরিদ করিতে না পাওয়ায় সে মজুত চিনিতে সন্দেশ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতেছিল; কিন্তু মজুত চিনি মধ্যে কিছু চিনি সে তাহার ভ্রাতা রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীননীগোপাল নন্দনের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিলে এই পল্লী মঙ্গল সমিতির দুইজন সভ্য তাহাতে বাধা দেন; গ্রামের অন্য কোন যুবক বা পত্র প্রেরকের দলভুক্ত কোন যুবক মাল ধরিয়া ফেলেন নাই। এই পল্লী মঙ্গল সমিতির সভ্যগণ উক্ত দত্ত মহাশয়াকে চিনি বিক্রয় জন্য অনুরোধ করিলে দত্ত মহাশয়া বলেন "যে চিনি আমার ঘরে আছে, তাহা দিলে সন্দেশের দোকান অচল হইবে কিন্তু গ্রামবাসীও দোকানের সকলেই গ্রাহক, অনুরোধ করিলে অবশ্যই চিনি দিতে হইবে, এই গ্রামে প্রায় দুই হাজার অধিবাসী, এই ৫।৬ মণ চিনি প্রত্যেককে দিলে তাহাতে আপনাদিগের কয়দিন চলিবে? এজন্য আমার প্রার্থনা আমার নিকট গ্রামের হিতার্থে ২০০৲ দুইশত টাকা আমার স্বেচ্ছাকৃত দান স্বরূপ লইয়া চিনি ত্যাগ করুন। আমার এই স্বেচ্ছাকৃত দানে এই পল্লীর মঙ্গল সাধিত হইবে এবং আমারও বিশেষ উপকার হইবে।" ইহা বলিয়া সে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র শ্রীযুক্ত সরোজাক্ষ হাজারা মহাশয়ের হস্তে ২০০৲ দুইশত টাকা প্রদান করেন, কিন্তু, হাজারা মহাশয় গ্রামের সাধারণ লোকের মতামত অর্থাৎ পল্লী মঙ্গলের জন্য টাকা লইবে কি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য চিনি লইবে ইহা না জানিয়া টাকা পল্লী মঙ্গলের হস্তে প্রদান করেন নাই। তৎপরে গ্রামে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন করান হইলে অধিকাংশ ব্যক্তিগণ মধ্যে দুই চারি জন যুবক (পত্র প্রেরকের দলভুক্ত) ব্যতাত সকলেই পল্লীর হিতার্থে টাকা গ্রহণের মত প্রকাশ করিলে উক্ত হাজারা মহাশয় পল্লী-মঙ্গলের সম্পাদক মহাশয়কে টাকা দেন। তাহার পর দুই তিন জন যুবক মাননীয় (Sub-Deputy) সাব্-ডেপুটি মহাশয়কে জনৈক পুলিশ অফিসার সহ লইয়া তাঁহারই মোটরে আরোহণ করিয়া গ্রামে আসিলে গ্রামের বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট যথার্থ ব্যাপার অবগত করান; কিন্তু, তিনি, সে সব যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া সম্পাদকের নিকট হইতে উক্ত ২০০৲ দুই শত টাকা লইয়া দোকানদারকে ফেরৎ দেন এবং দুই বস্তা চিনি ১৷৷০ (দেড় টাকা) সের দরে সংবাদদাতা যুবক প্রভৃতির হাত দিয়া বিক্রয় করিতে আদেশ দেন।

পল্লীমঙ্গল সমিতির কোন সভ্যই উক্ত দোকান হইতে মাল অপসারণ করাইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই, কারণ এখানে চিনির কোন Control নাই, সকলেই স্বাধীন ভাবে খরিদ বিক্রয় করিতে পারে, তবে, পত্র প্রেরকের হিতার্থী এই সমিতির জনৈক সভ্য। তিনি যদি অপসারণ কার্য্য করাইয়া থাকেন, তবে তাহা তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই করাইয়াছেন, সমিতির নির্দ্দেশে নহে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে ভয়ে ভীত হইয়া Sub-Deputy বাহাদুরের হুকুমে টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য হইয়াছি।

এই পল্লীমঙ্গল সমিতি অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে সমিতি দুইটী নলকূপের জন্য টাকা দিয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কার্য্যও করিয়াছে। স্থানীয় বালিকাদের উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু; অর্থ না হইলে কোন কার্য্য হইতে পারে না। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দত্ত মহাশয়া স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইতঃপূর্ব্বে কিছু টাকা দান করিয়াছেন; সুতরাং, এ দান তাঁহার প্রথম নহে।

আমাদিগকে আপনিত চিনেন' এইবার যুবকগণকে সে-বকগণকে চিনিবার সুযোগ পাইলেন। এই পত্র প্রেরক বেকার যুবক গ্রামে ঘোর অনৈক্য সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার পরিণাম ভাবিয়া শিহরিতে হয়। যাহারা গ্রামের স্বার্থ নষ্ট করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় বলিয়া মনে করে এবং এই কার্য্যের জন্য

[অবশিষ্টাংশ ৭ম কলমে দেখুন।

নোটীশ

মুর্শিদাবাদ জেলায় নিম্নলিখিত রুটে ষ্টেজ ক্যারেজ (বাস) পারমিট ইস্যু করার জন্য মোট ২৫ জন লোকের নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে :—

রুটের নাম—বহরমপুর টাউন সার্ভিস (বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশন হইতে গোরাবাজার, ফৌজদারী আফিস, গ্রাণ্ট হল, বহরমপুর, খাগড়া, সৈদাবাদ, কাশিমবাজার, বাঞ্জেটীয়া ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আফিস)

২। মুর্শিদাবাদ জেলায় ট্যাক্সি পারমিট ইস্যু করার জন্য ২ জন লোকের নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

৩। মুর্শিদাবাদ জেলায় পাবলিক কেরিয়ার পারমিট ইস্যু করার জন্য ৭ জন লোকের নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ কালেক্টারীর মোটর আফিসের নোটীশ বোর্ডে দরখাস্তকারীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ সমস্ত পারমিট ইস্যুর বিরুদ্ধে যদি কাহারও কোনও আপত্য থাকে তাহা ১৯৪৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। উক্ত তারিখের পর কোনও অভিযোগাদি গ্রাহ্য হইবে না। ১৯৪৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত দরখাস্তগুলি মুর্শিদাবাদ রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। ইতি—

বহরমপুর
৪।১১।৪৯

এস্. এম্. মুখার্জ্জি, সেক্রেটারী,
মুর্শিদাবাদ রিজিওন্যাল
ট্রান্সপোর্ট অথরিটী

নোটীশ

১৯৪০ সালের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিজ্ আইন বিষয়ে এবং জঙ্গীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বিষয়ে

এতদ্দ্বারা নোটীশ দেওয়া যায় যে আমি উপরোক্ত ব্যাঙ্কের ১৯৪৮-৪৯ ইং সনের ষ্ট্যাটুটারী অডিট্ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমি উক্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেক ডিপোজিটর, পাওনাদার, দেনদার এবং মেম্বারকে ইহা প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে আমার নিকট ব্যাঙ্কের অফিসে অফিসের কার্য্য সময়ের মধ্যে, ৩০।৬।৪৯ তারিখের তাঁহাদের স্ব স্ব ডেবিট্ বা ক্রেডিট্ ব্যালান্স এবং সেয়ার মূল্যের যথার্থ্য প্রতিপাদন বা নিরূপণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহার অন্যথায় উক্ত ব্যাঙ্কের সিডিউলে ও খাতাপত্রে যে ব্যালান্স সমূহ দেখানো হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

জঙ্গীপুর সেণ্ট্রাল কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক লিঃ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেঃ মুর্শিদাবাদ
ইং তাং ৭।১১।৪৯

শ্রীঅজিতকুমার মজুমদার
অডিট্ অফিসার

(৫ম কলমের জের)

তথাকথিত উদ্যম ও জাতিয়তা বোধ বিশিষ্ট যুবকগণের সাহচর্য্যে নিজ প্রশংসা লাভে উৎসুক হয়; তাহদের অদূর ভবিষ্যৎ গ্রামের পক্ষে কিরূপ কল্যাণপ্রদ হইবে তাহা কল্পনাতীত।

যেখানে চিনির কণ্ট্রোল নাই, সেখানে স্থানান্তরে প্রেরণ বা অবাধ বিক্রয়ের কোনও বাধা নাই। দোকানদার গ্রামের হিতার্থে স্বেচ্ছায় ২০০৲ দান করিলেন। ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। "পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে ভয়ে ভীত হইয়া Sub-Deputy বাহাদুরের হুকুমে" প্রতিগ্রহীতৃগণ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে দাত্রী দত্ত মহাশয়া ইতিপূর্ব্বেও গ্রামের হিতার্থে দান করিয়াছেন, এ দান তাঁহার প্রথম নহে। এ হেন স্বেচ্ছায় দানে অভ্যস্তা দাত্রী দত্ত মহাশয়া তাঁহার দত্ত দান অম্লানবদনে ফেরত লইলেন। দত্ত মহাশয়ার দত্তাপহারী হইবার ভয় হইল না? Sub-Deputy বাহাদুরকে যদি তিনি বলিতেন যে আমি দত্ত ধন ফেরত লইব না। Sub-Deputy বাহাদুর তাহাতে কি করিতেন? দত্ত মহাশয়া যদি ভয়ে ভীতা হইয়া ফেরত লইয়া থাকেন, তাহা আবার এমনভাবে দিতে পারেন যাহা কোনও আইনের আমলে আসে না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥

জং সং

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

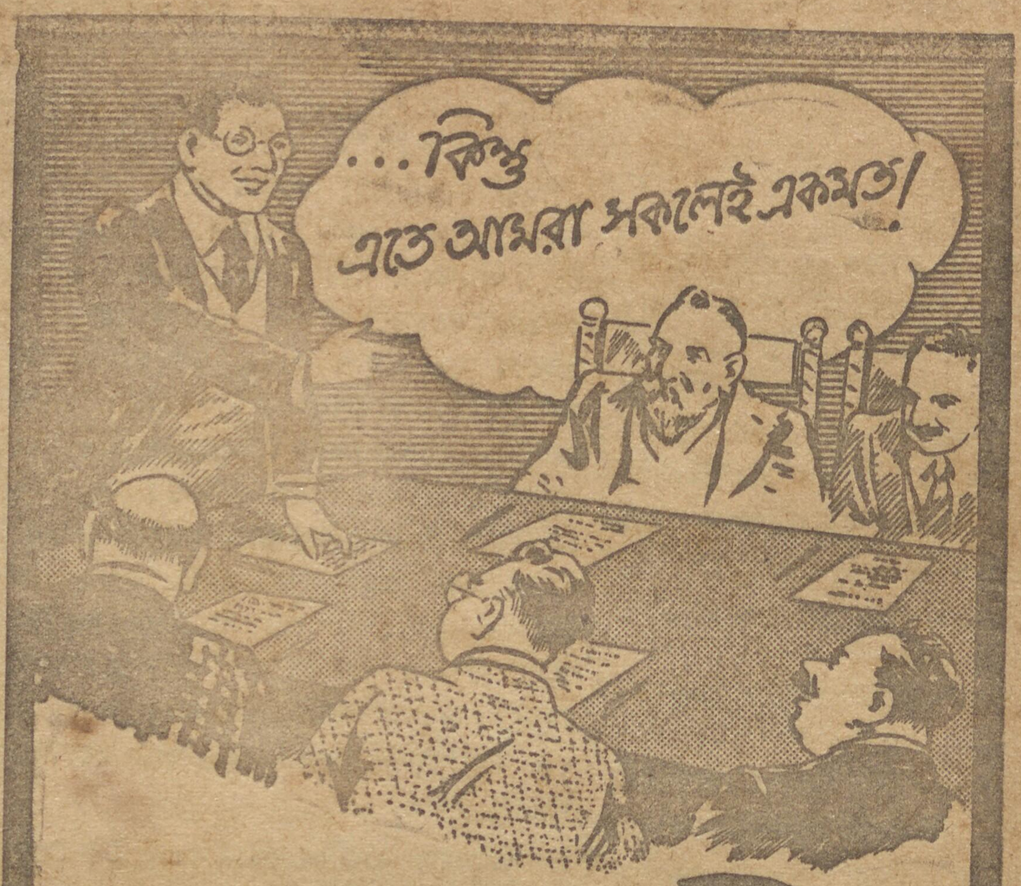

সুরবল্লী

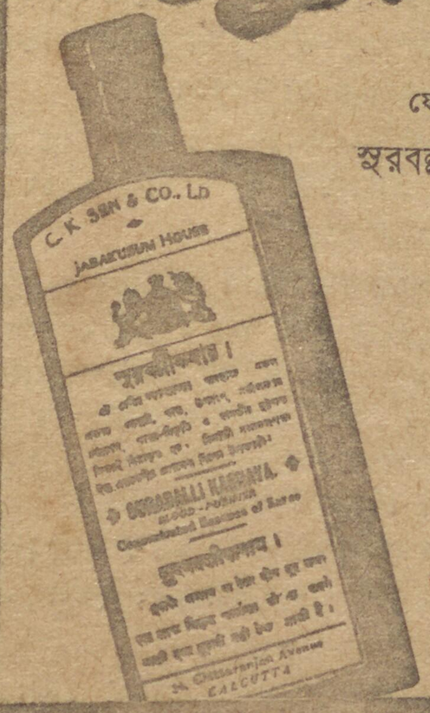

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত